নাগরিক-সেবার বিবরণ সম্বলিত প্রোফাইল ও প্রসেস ম্যাপ

(১) সেবার নামঃ প্রযুক্তিগত যে কোন ক্ষেত্রে শিল্পে প্রয়োগযোগ্য নতুন পণ্য বা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব প্রদান।

সেবা প্রোফাইল			
সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী**	**সেবা প্রাপ্তির স্থান**	**প্রয়োজনীয় সময়**
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।	রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্টার (পেটেন্ট ও ডিজাইন), সহকারি রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট), পরীক্ষক (পেটেন্ট), অফিস সহকারি, কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর (আইটি ইউনিট), রিসেপসন ডেস্ক।	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	সংবিধিবদ্ধ সাধারণ সময়সীমা ১৮ মাস।
সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রযুক্তিগত যে কোন ক্ষেত্রে শিল্পে প্রয়োগযোগ্য নতুন উদ্ভাবনের জন্য আবেদনকারিকে নবায়ন সাপেক্ষে ১৬ বছর মেয়াদে পেটেন্টের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। পেটেন্ট হল কোন নতুন পণ্য উদ্ভাবন বা পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন, যা শিল্প প্রয়োগযোগ্য অথবা কোন কারিগরি সমস্যার কারিগরি সমাধান অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তি। পেটেন্ট অনুমোদনের মাধ্যমে এরূপ উদ্ভাবককে তার উদ্ভাবনের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। এইরূপ স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারে না। বাংলাদেশে বিদ্যমান পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর আওতায় ১৬ বছরের জন্য পেটেন্ট অধিকার দেওয়া হয়। পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারী ১৬ বৎসর পর্যন্ত এই নিরঙ্কুশ (Monopoly Right) অধিকার ভোগ করেন। এরপর জনসাধারণের যে কেউ উদ্ভাবিত ঐ প্রযুক্তি বিনানুমতিতে ব্যবহার করতে পারেন। পেটেন্ট স্বত্ব পাওয়ার জন্য বাংলাদেশি অথবা বিদেশি যে কোন নাগরিক একক বা যৌথভাবে পেটেন্ট এর জন্য আবেদন করতে পরেন। যে কোন ব্যক্তি বা তার কোন বৈধ প্রতিনিধি নির্ধারিত ফিস সহকারে পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিল করতে পারেন। কোন নতুন পণ্য বা পদ্ধতির উদ্ভাবনকারী ও তার আবেদনকারী একই ব্যক্তি হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত Form-1/ Form-2 এর মাধ্যমে পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিল করতে হয়। পণ্য বা পদ্ধতির উদ্ভাবনকরী ও তার আবেদনকারী ভিন্ন হলে নির্ধারিত Form-1A/ Form-2A এর মাধ্যমে পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিল করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উদ্ভাবনকারী কর্তৃক Endorsment সহ দরখাস্ত দাখিল করতে হয়। পেটেন্ট দরখাস্তের সাথে পণ্য বা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বর্ণনা এবং Claim (পণ্য বা পদ্ধিতর যে অংশটুকুর জন্য পেটেন্ট স্বত্ব দাবী করেন) নির্ধারিত Form-3A এর মাধ্যমে বর্ণনাপূর্বক ২ সেট বিশেষত্বনামা জমা দিতে হয়। নতুন উদ্ভাবিত পণ্য বা পদ্ধতির বর্ণনার সাথে drawing এর সংশ্লিষ্টতা থাকলে drawing অনুসরনে বর্ণনা প্রদান করতে হয় । আলাদাভাবে ২ সেট drawing জমা দিতে হয় (এক সেট tracing paper এবং অন্য সেট উহার ফটোকপি)। পেটেন্ট দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময়ে তার বিপরীতে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র (receipt) দেয়া হয় এবং কড়াড়িভাবে ক্রমানুসারে পরীক্ষা করা হয় (আগে জমা দিলে আগে পরীক্ষা)। যে কোন নতুন উদ্ভাবনের জন্য দেশি-বিদেশি পেটেন্ট দরখাস্ত নির্ধারিত Form ও ফি প্রদান পূর্বক যথানিয়মে অত্রাফিসে দাখিল করার পর আবেদনকারীকে পেটেন্ট দরখাস্ত নম্বরসহ মানি রিসিট প্রদান করা হয়। তারপর উক্ত পেটেন্ট দরখাস্তটির বিশেষত্বনামা, ড্রইং এবং অন্যান্য কাগজপত্র ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর কর্তৃক ডাটা ক্যাপচারিং এর মাধ্যমে অত্রাফিসের সার্ভারে তথ্য জমা করা হয়। ডাটা ক্যাপচারিং শেষে আবেদনটি পেটেন্ট ফরমালিটিজ শাখায় অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর কর্তৃক ফরমালিটিজ চেক সম্পন্ন করত: প্রতিবেদনসহ বিষয়সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন করা হয়। পেটেন্ট পরীক্ষক উদ্ভাবনের নতুনত্ব উদঘাটন (Novelty Search) কারীগরি পরীক্ষা শেষে পরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য সহকারী রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন করেন। সহকারী রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট) পরীক্ষা প্রতিবেদনটি নিরীক্ষ/যাচাইপূর্বক ডেপুটি রেজস্ট্রারের (পেটেন্ট ও ডিজাইন) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। ডেপুটি রেজস্ট্রারের অনুমোদন শেষে পরীক্ষা প্রতিবেদনটি ডেসপাস শাখার মাধ্যমে আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। আবেদনকারী কর্তৃক অত্রাফিসের চাহিদাসমূহ পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র অত্রাফিসে দাখিল করলে তা পুনরায় পরীক্ষান্তে যথানিয়মে রেজিস্ট্রার মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়। দরখাস্তটির বিষয়ে আর কোন আপত্তি না থাকলে রেজিস্ট্রার কর্তৃক উক্ত পেটেন্ট আবেদনটি গ্রহণ করা হয়। এরপর আবেদনকারিকে পেটেন্ট গ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে পেটেন্ট দরখাস্ত গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। আবেদনকারী পেটেন্ট সীলমোহরের জন্য নির্ধারিত Form এ সীলিং ফি প্রদান করেন। অত্রাফিস কর্তৃক প্রতিটি গৃহীত পেটেন্ট আবেদনে ৭ ডিজিটের পেটেন্ট নম্বর প্রদানপূর্বক গেজেট এ প্রকাশের জন্য বিজিপ্রেসে প্রেরণ করা হয়। বিজি প্রেস হতে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর অপজিশন পিরিয়ড (চার মাস) অতিবাহিত হলে এবং কোন অপজিশন মামলা না থাকলে পেটেন্ট এর সার্টিফিকেট (Letters Patent) ইস্যু করা হয়। গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে ৪ মাসের মধ্যে কোন পেটেন্ট আবেদনের বিরুদ্ধে অপজিশন ফাইল দাখিল হলে পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ ও এতদসংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী তা নিষ্পত্তি		

		করা হয়। পেটেন্ট আবেদন দাখিল করার ১৮ মাসের মধ্যে পেটেন্ট আবেদনটি রেজিস্ট্রার কর্তৃক গৃহীত না হলে আবেদনকারী সরকারের নিকট আপীল আবেদন করতে পারেন। কোন পেটেন্টের জন্য আপীল আবেদন দাখিল করা হলে প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী তা নিষ্পত্তি করা হয়।
সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি		সংবিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত যাবতীয় কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফি প্রদান।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র		০১) পেটেন্ট আবেদন দাখিল সংক্রান্ত একটি অগ্রায়ণ পত্র (Forwarding Letter; ০২) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Form-1/ Form-2, 1A/ Form-2A); ০৩) ২ (দুই) প্রস্ত বিশেষত্বনাম (Specification), নির্ধারিত Form-3/3A; ০৪) প্রাধিকার সংক্রান্ত আবেদনের (Priority Application) ক্ষেত্রে যে দেশে প্রথম আবেদন দাখিল করা হয়েছে সে দেশের সংশ্লিষ্ট আফিস প্রধানের সত্যায়িত বিশেষত্বনামা (Certified copy of the specification) দাখিল করতে হয়; ০৫) ২ (দুই) প্রস্ত Drawing (এক প্রস্ত ট্রেসিং পেপারে এবং অপরটি অফসেট পেপারে); ০৬) নির্ধারিত ফি পরিশোধ সংক্রান্ত পেঅর্ডার/চালান এর কপি; ০৭) আবেদনকারি কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদন করলে প্রতিনিধিকে Power of Authority (PA) দাখিল করতে হয়।
প্রয়োজনীয় ফি/ট্যাক্স/আনুষঙ্গিক খরচ		১. অর্ডিনারি আবেদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি ২০০০ টাকা {বিশেষত্বনামা ২৫ পাতা এবং ১০টি দাবি (Claim) পর্যন্ত} ২. প্রাধিকার সংক্রান্ত আবেদনের (Priority Application) ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি ১০,০০০ টাকা (বিশেষত্বনামা ২৫ পাতা এবং ১০টি দাবি (Claim) পর্যন্ত)। *[উল্লেখ্য যে, বিশেষত্বনামা ২৫ পাতার উপর হলে প্রতি পাতায় ১০০ টাকা হিসাবে এবং দাবি (Claim) ১০টির উপর হলে প্রতিটি Claim এর জন্য ১০০ টাকা হিসেবে ফি প্রদান করতে হবে।]*
সংশ্লিষ্ট আইননীতিমালা/বিধি/		ক) পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ খ) পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা, ১৯৩৩
নির্দিষ্ট সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা		পেটেন্ট স্বত্ব প্রদান সংক্রান্ত রেজিস্টারের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে আবেদনকারি সরকারের (সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়) নিকট আপীল করার বিধান আছে।
সেবা প্রদান/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ	**ক) নাগরিক পর্যায়**	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারির সুস্পষ্ট ধারনা না থাকা।
	খ) সরকারি পর্যায়	প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল ও Equipment এর স্বল্পতা।
বিবিধ/অন্যান্যঃ		

৩.১.২প্রসেস ম্যাপ

প্রযুক্তিগত যে কোন ক্ষেত্রে শিল্পে প্রয়োগযোগ্য নতুন পণ্য বা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফ্লো চার্ট